আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ

এর ইশকে রাসূল

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইশকে রাসূল

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীদের তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে সব লোক কোন মজলিশে বসে, আর তাতে **আল্লাহ্ তাআলার** যিকির করল না এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না, কিয়ামতের দিন ঐ মজলিশ তাদের আফসোসের কারণ হবে। (**আল্লাহ্ তাআলা**) চাইলে তবে তাদেরকে আযাব দিবেন, নতুবা ক্ষমা করে দিবেন।"

(তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ২৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৩৯১)

জাতে ওয়ালা পে বার বার দুরূদ,
বার বার আওর বে শুমার দুরূদ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। ✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব।

www.dawateislami.net

✻ تُوبُوْا اِلَى الله, اُذْكُرُ الله, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ✻ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

✻ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। ✻ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ✻ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। ✻ ১৪ পারার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌছিয়ে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ✻ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ✻ কবিতা পাঠ করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ✻ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ✻ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আ'লা হযরতের ইশ্‌কে রাসূল

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যখন দ্বিতীয়বার হজ্ব করার জন্য উপস্থিত হলেন তখন মদীনা মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভের আকাঙ্ক্ষায় পবিত্র রওযা মোবারকের সামনে অনেক্ষণ ধরে সালাত ও সালাম পেশ করছিলেন। কিন্তু প্রথম রাতে ভাগ্যে সেই সৌভাগ্য নসীব হয়নি। এই সময়ে তিনি সেই প্রসিদ্ধ নাতিয়া গজল লিখেছেন, যার মাতলা (অর্থাৎ প্রথম কলি)-তে রহমতের আঁচলে বন্ধনের আশা ব্যক্ত করেছেন:

ওয়হ্ সুয়ে লা-লা যার ফিরতে হে,
তেরে দ্বীন এ্যয় বাহার ফিরতে হে।

পংক্তিটির ব্যাখ্যা: হে বসন্ত আন্দোলিত হও যে, তোমার উপর সুখের বসন্ত আগত। ঐ দেখ! **মদীনার তাজেদার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাগানের দিকে তাশরীফ নিয়ে আসছেন।

'মাকতা' (অর্থাৎ শেষের কলিতে যেখানে লিখকের কৃত্রিম নাম আসে)-তে বারগাহে রিসালাতে নিজের অক্ষমতা এবং অসহায়ত্বের চিত্র কিছুটা এভাবে ব্যক্ত করেছেন।

কুঁয়ী কিউ পুছে তেরী বাত রযা, তুঝছে শায়দা হাজার ফিরতে হে।

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দ্বিতীয় পংক্তিতে বিনয় প্রকাশার্থে নিজের জন্য "কুকুর" শব্দটি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু আদব রক্ষার্থে এখানে "শায়দা" শব্দটি ব্যবহার করেছেন। (যার অর্থ হচ্ছে আশিক)

পংক্তিটির ব্যাখ্যা: এই শেষের পংক্তিতে আশিকে মাহে রিসালাত, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অত্যন্ত বিনয় প্রকাশ করে নিজেই নিজেকে বলেছেন: হে আহমদ রযা! তুমি কে এবং তোমার মূল্যইবা কি! তোমার মতো তো হাজারো সগানে মদীনা (অর্থাৎ মদীনার কুকুর) অলিতে গলিতে পাগলের মতো ঘুরছে।

www.dawateislami.net

এই গজলটি আরয করে দীদারের অপেক্ষায় আদব সহকারে বসে থাকেন, এমন সময় সৌভাগ্য চমৎকার ভাবে জেগে উঠল এবং নিজের কপালের চোখে জাগ্রত অবস্থায় **আল্লাহ্ তাআলার মাহবুবে** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত দ্বারা ধন্য হলেন।[১]

আঁখ মাহ্ওয়ে জলওয়া দীদার দিল পুর জোশে ওয়াজুদ,
লব পে শুকরে বখশিশ সাক্বী পিয়ালী হাত মে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইশ্কে রাসূলকে নিজের জীবনের মূলধন এবং নবীর আলোচনাকে নিজের জীবনের নিত্য সঙ্গী বানিয়ে রেখেছিলেন। সারা জীবন **আপন মাহবুব আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান ও মহত্বের উপর নাত লিখে লিখে লোকদের ইশ্কে রাসূলের প্রেরণা দিতে থাকেন এবং তাদের অন্তরে ইশ্কে হাবীবের প্রদীপ জ্বালাতে থাকেন। তাছাড়া নিজের বয়ান ও কলম দ্বারা **তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মান ও মর্যাদা হিফাযত করতে থাকেন। যেহেতু তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সত্যিকার আশিক ছিলেন, সেহেতু দরবারে রিসালাতের উপস্থিতির বাসনা মনের মধ্যে উথাল পাতাল ঢেউ খেলতে থাকে। যখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **দয়ালু আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হয় তখন **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহামহিম শানের উপর অন্তরের অন্তস্থল থেকে বের হওয়া এবং ইশ্কে মুস্তফার প্রস্ফুঠিত ছন্দ, সেই পাক বারগাহে পেশ করে দিলেন। ভাবাবেগ ও হৃদয়োত্তাপ সমৃদ্ধ ছন্দগুলো কবুলিয়াতের মর্যাদা অর্জন করলো। **অদৃশ্যের জ্ঞানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমত জোশে আসলো এবং **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দীদারের শরবত পান করিয়ে যেন আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সত্যিকার আশিক হওয়ার মোহর লাগিয়ে দিলেন:

জু হে আল্লাহ্ কা ওলী বে শক, আশিকে সাদিক নবী বে শক।

---

[১] (ইমাম আহমদ রযার জীবনী, ১৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

গাউছে আযম কা জু হে মতওয়ালা, ওয়াহ্ কিয়া বাত আ'লা হযরত কি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইশ্‌ক ও মুহাব্বত কাকে বলে?

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه মুহাব্বত তথা ভালবাসার সংজ্ঞায় বলেন: স্বভাবত মনোরম কিছুর প্রতি আগ্রহান্বিত হওয়াকে মুহাব্বত তথা ভালবাসা বলে এবং যখন এই আগ্রহ শক্তিশালী আর দৃঢ় হয়ে যায় তখন তাকে ইশ্‌ক বলা হয়। (ইহইয়াউল উলুম, ৫/১৬) অর্থাৎ কোন পছন্দনীয় বস্তুর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যাওয়াকে মুহাব্বত তথা ভালবাসা বলা হয়। আর যখন ঐ সম্পর্ক দৃঢ়তর হয়ে যায় তখন তাকে ইশ্‌ক বলে, আর **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বত ও ইশ্‌ক এর অর্থ হচ্ছে তাঁদের আনুগত্য এবং আনুগত্য মূলক কাজ করা। হযরত সাহল বিন আব্দুল্লাহ্ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: **আল্লাহ্ তাআলার** সাথে মুহাব্বতের নিদর্শন হচ্ছে; কুরআনের সাথে ভালবাসা এবং কুরআনের সাথে ভালবাসার নিদর্শন হচ্ছে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসা, আর **নবীয়ে আখেরুজ্জামান** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসার নিদর্শন হচ্ছে তাঁর সুন্নাতকে ভালবাসা আর এই সবকিছুর সাথে ভালবাসার নিদর্শন হচ্ছে আখিরাতের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা। আর আখিরাতের ভালবাসার নিদর্শন হচ্ছে অতি প্রয়োজন ছাড়া দুনিয়ার প্রতি বিদ্বেষ রাখা।

(আল জামেউল আহকামুল কুরআন, ৪র্থ অধ্যায়, ২/৪৮)

ইশ্‌কে রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপকারীতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল, সত্যিকার আশিকে রাসূল সেই, যে দুনিয়ার ভালবাসা থেকে পিছু ছাড়িয়ে **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করে জীবন অতিবাহিত করে এবং প্রয়োজনের বেশি দুনিয়ার পিছনে ছুটে না। যে ব্যক্তি ইশ্‌কে মুস্তফাকে দুনিয়ার আকর্ষণীয় বস্তু সমূহের উপর প্রাধান্য দেয়, তাদের এই মহান নেয়ামত সমূহ অর্জিত হয়।

www.dawateislami.net

(১) **আল্লাহ্ তাআলা** এমন লোকদের অন্তরে ঈমানকে সুদৃঢ় করে দেন।

(২) তাদের শেষ পরিণতিও ভাল হয়।

(৩) **আল্লাহ্ তাআলা** হযরত জিব্রাইল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام এর মাধ্যমে এমন লোকদেরকে সাহায্য করেন।

(৪) তাদের সর্বদা চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, যার নিচে নহর সমূহ প্রবাহিত।

(৫) এমন লোককে **আল্লাহ্ তাআলা** পছন্দনীয় বান্দা বলা হয়।

(৬) যা চায় তাই পায় বরং আশা ও আকাঙ্ক্ষার চাইতেও বেশি নেয়ামত অর্জন করে।

(৭) সবচেয়ে বড় সুসংবাদ হচ্ছে; **আল্লাহ্ তাআলা** তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।

(তামহিদুল ঈমান, ৬১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পরিচিতি

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর শুভ জন্ম বেরেলী শরীফের জাসুলী গ্রামে ১০ই শাওয়ালুল মুকার্‌রম ১২৭২ হিজরী অনুযায়ী ১৪ জুন ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে শনিবার যোহরের সময় হয়ে ছিলো।[১] আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতে মোবারকা থেকে নিজের জন্ম সন বের করেছিলেন:

اُولٰٓىِٕكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَ اَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এরা হচ্ছে ঐ সব লোক, যাদের অন্তরগুলোতে **আল্লাহ্ তাআলা** ঈমান অঙ্কিত করে দিয়েছেন এবং তাঁর নিকট থেকে রূহ দ্বারা তাঁদের সাহায্য করেছেন।

(পারা- ২৮, সূরা- মুজাদালাহ, আয়াত- ২২)

[১] (হায়াতে আ'লা হযরত, ১/৫৮)

www.dawateislami.net

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বংশগত ভাবে পাঠান, মাযহাব হানাফী এবং তরিকত ছিল কাদেরী। তাঁর সম্মানিত পিতা ওস্তাদুল ওলামা মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এবং দাদা জান মাওলানা রযা আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ।[১] আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জন্মগত নাম "মুহাম্মদ" তাঁর সম্মানিত মাতা আদর করে "আম্মান মিয়া" বলে ডাকতেন। সম্মানিত পিতা এবং অন্যান্য আত্মীয়রা "আহমদ মিয়া" নামে ডাকতেন। তাঁর দাদা জান তাঁর নাম রেখেছিলেন "আহমদ রযা"। তাঁর ঐতিহাসিক নাম "আল মুখতার" এবং আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ স্বয়ং নিজের নামের আগে "আব্দুল মুস্তফা" লিখতেন।[২] যাতে করে তাঁর ইশ্‌কে রাসূলের গভীরত্ব অনুমান করা যায়। তাইতো নিজের নাতের কিতাব "হাদায়িকে বখশিশ"-এ এক জায়গায় লিখেছেন:

খোওফ না রাখ রয়া যরা, তু তো হে "আব্দে মুস্তফা",
তেরে নিয়ে আমান হে, তেরে লিয়ে আমান হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর উপাধী সমূহ

আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর উপাধী সমূহের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ উপাধী হলো "আ'লা হযরত"। এই উপাধীটি তাঁর সাথে এমন ভাবে বিশেষীত যে, যখনি আ'লা হযরত বলা বা শুনা বা লিখা হয়, তখন মনে মহুর্তেই তাঁর দিকেই চলে যায়। ওলামায়ে আহলে সুন্নাত তাঁকে এটা ছাড়াও আরও অনেক উপাধী দ্বারা স্মরণ করেন। যেমন- শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর রচিত রিসালা "ইমাম আহমদ রযার জীবনী" এর মধ্যে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আলোচনা এই সব উপাধী ও শব্দ দ্বারা করেছেন:

---

[১] (ফাযেলে বেরলবী ওলামায়ে হিজাজ কি নজরমে, ৬৭ পৃষ্ঠা)
[২] (ফয়যানে আ'লা হযরত, ৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, ওলীয়ে নেয়ামত, আযীমুল বারাকাত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামীয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলীমে শরীয়ত, পীরে তরীকত, বায়ীছে খাইরও বরকত।

উচ কি হাস্তীমে থা আমল জু হার, সুন্নাতে মুস্তফা কা ওয়হ পেয়কর।
আলীমে দ্বীন সাহিবে তাকওয়া, ওয়াহ কিয়া বাত আ'লা হযরত কি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জীবনী। তাঁর ফতোওয়া, তাঁর বাণী সমূহ এবং তাঁর নাতের শেরগুলো পড়ে বা শুনে সকল জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি এটা বুঝতে পারেন যে, ইশ্‌কে রাসূল তাঁর শিরা-উপশিরায় বিরাজমান। তিনি সরা জীবন মাহবুবে খোদা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশংসা ও সৌন্দর্য্য বর্ণনা করেছেন। হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গুনান্বিত সত্ত্বার (অর্থাৎ যার মধ্যে প্রশংসা করার মতো গুণ রয়েছে) সমালোচনা কারীদের দাঁত ভাঙ্গা উত্তর দেন এবং কুরআনে পাকের অনুবাদেও শানে রিসালতের বিশেষ খেয়াল রাখেন। মনে করুন, ইশ্‌কে রাসুলের প্রদিপ মানুষের অন্তরে প্রজ্জলিত করাই তাঁর (অর্থাৎ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِএর) মূল লক্ষ্য ছিল। তাঁর নাতের কাব্যগ্রন্থ "হাদায়িকে বখশিশ শরীফ" এর প্রতিটি ছন্দই তাঁর ইশ্‌কে রাসুলের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইশ্‌কে রাসুলের গভীরতার অনুমান এই বিষয়টি দিয়ে করুন যে, তিনি না শুধু তাঁর কোনো শাহ্‌জাদার নাম বরং তাঁর ভাতিজাদের নামও হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামানুসারে রাখেন।[১]

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পবিত্র সত্তা সুন্নাতে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার অর্থে প্রতিফলন ছিলো। তাঁর উঠা-বসা খাবার-দাবার, চলাফেরা, এবং কথা-বার্তা সবকিছু সুন্নাত অনুযায়ী ছিলো। সুন্নাতের প্রতি ভালাবাসার অবস্থা এমন ছিলো যে, একবার তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কোথাও আমন্ত্রিত ছিলেন।

[১] (মলফুযাতে আ'লা হযরত, ৭৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আমার আক্বা, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরীকত, হযরত আল্লামা মাওলানা আল হাজ আল হাফিয আল ক্বারী আশ শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একবার কোথাও আমন্ত্রিত ছিলেন। খাবার দেয়া হল। সকলে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খাওয়া শুরু করার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ শশার থালা থেকে এক টুকরো নিয়ে নিলেন এবং খেয়ে নিলেন। তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দেখা দেখি লোকেরাও শশার থালার দিকে হাত বাড়ালেন কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সকলকে থামিয়ে দিলেন আর বললেন: সবগুলো শশা আমি খাব। সুতরাং তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সবগুলো শশা খেয়ে নিলেন। উপস্থিত লোকেরা আশ্চর্য হলেন, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তো খুব কম খাবার খান। আজকে এতগুলো শশা কিভাবে খেলেন! লোকেরা জিজ্ঞাসা করাতে বললেন: "আমি যখন প্রথম টুকরা খেয়েছি তখন সেটা তিক্ত ছিল। এরপর যখন দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি খায় তাও তিক্ত ছিল। সুতরাং আমি অন্যদেরকে থামিয়ে দিলাম, হয়তো কেউ শশা মুখে দিয়ে তিক্ত লাগলে থু থু করা শুরু করে দিবে। যেহেতু শশা খাওয়া আমার **প্রিয় প্রিয় আক্বা, মদীনে ওয়ালা মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক সুন্নাত, তাই আমার মনঃপূত হল না, এটা খেয়ে কেউ থু থু করবে।"[১]

মুঝকো মিটে মুস্তফা কি সুন্নাতোঁ পে পিয়ার হে, اِنْ شَآءَ الله দু'জাহাঁ মেঁ আপনা বেড়া পার হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইশ্‌ক তিক্ত শশা খাওয়া উত্তম মনে করলো কিন্তু এটা সহনযোগ্য ছিলো না যে, কেউ মাদানী আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দনীয় বস্তু শশা খেয়ে মুখ বিকৃত করবে বা কোন প্রকার অপছন্দনীয় শব্দ বের করবে। নিঃসন্দেহে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হুযুর নবী করিম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং তাঁর সুন্নাতের সত্যিকার ভালবাসার বাস্তব নমুনা ছিলেন।

---

[১] (ফয়যানে সুন্নাত, ৩৪২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

কেননা যে ব্যক্তি তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতকে ভালবাসল মূলত সে আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেই ভালবাসল। যেমন মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে: "مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِیْ فَقَدْ اَحَبَّنِیْ وَ مَنْ اَحَبَّنِیْ كَانَ مَعِیَ فِی الْجَنَّةِ" অর্থাৎ যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, মূলতঃ সে আমাকেই ভালবাসালো এবং যে আমাকে ভালবাসলো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সুন্নাতের অনুসরণের বরকতে **আল্লাহ্ তাআলার** নৈকট্য অর্জিত হয়। সুন্নাতের অনুসরনের বরকতে উভয় জগতে সম্মান ও মর্যাদা অর্জিত হয়। সুন্নাতের অনুসরনের বরকতে ইশ্কে রাসূল বৃদ্ধি পায়। সুন্নাতের অনুসরণে অসংখ্যা হিকমত রয়েছে, সুন্নাতের অনুসরনে পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه মক্কী মাদানী সুলতান রহমতে আলা মিয়ান, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সত্যিকার ভালবাসার কারনে হাদীসের দরসের অত্যাধিক আদব করতেন। সর্বদা দরসে হাদীসে আদব সহকারে দু'জানু হয়ে বসতেন। হাদীস শরীফ সর্বদা অযু ছাড়া স্পর্শ করতে না এবং না পড়াতেন। হাদীস শরীফের কিতাবের উপর অন্য কোন কিতাব রাখতেন না। হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করার সময় যদি কোন ব্যক্তি কথা কেটে কথা বলার চেষ্টা করতো তবে তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুবই অসন্তুষ্ট হতেন। এমনকি অসন্তুষ্টির কারণে চেহারা মুবারক লাল হয়ে যেত। হাদীসে পাক পাঠদানের সময় পা চার জানু হয়ে বসাকে অপছন্দ করতেন।[২]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিৎ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কুরআন ও হাদীসের আদব ও সম্মানের দিকে বিশেষ নজর রাখা তাছাড়া কুরআন ও হাদীস এবং সুন্নাতে ভরা বয়ান শুনার সময়ও খুবই মনোযোগ এবং

---

[১] (মিশকাতুল মাছাবিহ, কিতাবুল ঈমান, বাবুল ই'তেছাম বিন কিতাব ওয়াস সুন্নাহ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ১/৫৫, হাদীস- ১৭৫)
[২] (ফয়যানে আ'লা হযরত, ২৭৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

সকল প্রকার আদবের প্রতি খেয়াল রেখে বে-আদবী ও উদাসীনতা এবং অমনোযোগীতা থেকে বেচেঁ থাকুন। মনে রাখবেন! আদব মানুষকে সাফল্যের উচ্চতর স্থানে পৌছিয়ে দেয়। আর বেআদবী তাকে বিফল আর বঞ্চিত করে ভয়াবহ পরিণতির দিকে টেলে দেয়। আফসোস আজকালতো চারিদিকে বে আদবীর যুগ চলছে। বিশেষ করে নাম মুবারক এবং সম্মানিত কাগজের আদব ও সম্মান তো এখন প্রায় নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে অনেক সময় **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর মাদানী হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক এবং কুরআনের আয়াত সমৃদ্ধ কাগজ রাস্তায় বরং مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ!) নোংরা নালাতেও পড়ে থাকতে দেখা যায়। শুধু তাই নয় অনেকে হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান শানে জেনে শুনে বা অমনোযোগীর কারণে এমন এমন বাক্য বলে দেয় বা লিখে দেয়, যা হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে হতে পারে না। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের আদবওয়ালা বানান এবং বে-আদবদের সংস্পর্শ এবং তাদের লিখা সমূহ পাঠ করা থেকে বাচিয়ে রাখুন।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মাহফুজ সদা রাখনা শাহা! বে-আদবো ছে,
আউর মুঝছে ভি সরজদ না কাভি বে আদবী হো।

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর উপর **আল্লাহ্ তাআলা** এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশেষ দয়া ছিলো যে, তাঁর লিখার বৈশিষ্ট্য এতই হৃদয়গ্রাহী যে, স্বয়ং আদব ও তার উপর ঈর্ষা করতে থাকবে। এমনতিে তো তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সকল সম্মানিত ব্যক্তিত্বদের অন্তরের অন্তস্থল থেকে আদব করতেন কিন্তু প্রিয় আক্বা, দো'জাহানের দাতা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিষয়ে অনেক বেশী আদবের খেয়াল রাখতেন। যদি কারো লিখার বা কথায় مَعَاذَ الله (**আল্লাহ্** পানাহ) হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি বে-আদবীর নমুনা প্রকাশ পেত বা কোন বাক্সে হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান কমানোর গন্ধও অনুভব করতেন তবে সেই মহুর্তেই তা তিরস্কার করতেন এমনকি নিজের লিখায় এবং কাব্যগ্রন্থে ও এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করা থেকে বেঁচে থাকতেন।

www.dawateislami.net

আসুন! এই বিষয়ে দু'টি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনি:

সম্মানিত নামের আদব:

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "মুলফুফাতে আ'লা হযরত" এর ১৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে, একবার সরকারে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ভাতিজা মাওলানা হাসানাইন রযা খাঁন ছাহেব, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে ফতোওয়া প্রত্যাশীদের পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসীত কিছু প্রশ্ন পড়ে শুনাচ্ছিলেন এবং উত্তর লিখছিলেন। একটি কার্ডে اَللّٰه শব্দটি লিখা হয়েছিল। তখন আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: মনে রেখো আমি কখনো তিনটি জিনিস কার্ডের উপর লিখিনা (১) ইসমে জালালত, অর্থাৎ اَللّٰه (২) মুহাম্মদ ও আহমদ এবং (৩) না কোন আয়াত। যেমন যদি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লিখার প্রয়োজন হতো, তখন এভাবে লিখি: হুজুরে আকদাস صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বা ইসমে জালালত অর্থাৎ اَللّٰه লিখার প্রয়োজন হলে তার স্থানে মাওলা **তাআলা** লিখে থাকি।[১]

আদবের পরিপন্থী শব্দ লিখবেন না:

একবার হযরত মাওলানা সায়্যিদ শাহ ইসমাইল হাসান মিয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে দিয়ে একটি দরুদে পাক লিখালেন। যাতে হুযুর সায়্যিদি আলম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গুন সম্পর্কে হুসাইনি এবং যাহিদ শব্দ দু'টি ছিল। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দরূদে পাক তো লিখে ছিলেন কিন্তু এই শব্দ দুটি লিখলেন না এবং বললেন: হুসাইন শব্দটিতে ছোট হওয়ার অর্থ পাওয়া যায় এবং যাহিদ অর্থ হয় যার কাছে কিছুই নাই। (অথচ হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো **আল্লাহ্ তাআলা**র দানক্রমে সকল কিছুরই মালিক ও মুখতার) হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শানে এই শব্দ গুলো লিখা আমি ভাল মনে করলাম না।[২]

---

[১] (মলফুযাতে আ'লা হযরত, ১৭৩ পৃষ্ঠা)
[২] (ইমাম আহমদ রয আউর ইশকে মুস্তফা, ২৯৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

মালিকে কওনাইন হে গো পাস কুছ রাখতে নেহী
দো জাহাঁ কি নেমতি হে উন কে খালি হাত হে।

পংক্তিটির ব্যাখ্যা: আমাদের প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান ও মহত্বের এমন অবস্থা ছিল যে, তিনি দু'জাহানের মালিক, ভূ-খন্ডলের যত ধনভান্ডার রয়েছে তার চাবি তাঁর কাছে। তবুও তিনি খালি হাত থাকতেন। কিন্তু এই খালি কাতের মাধ্যমে সবার খানি হাত ভরে দেন। হযরত আবু হুরায় রাকে অসাধারণ হাকিম হযরত বারিয়ংকে জান্নাত এবং হযরত শতাদাহকে চোখ দান করেছেন।

رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বরকতময় সত্ত্বায় আদব এবং সম্মানের কেমন উৎসাহ ছিলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ফানা ফিল্লাহ এবং ফানাফির রাসূলের মতো উচ্চ পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। **আল্লাহ্ তাআলা** এবং তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা তাঁর অন্তরে মোহরকিত হয়ে গিয়ে ছিলো। যেমন তিনি এক ব্যাপারে স্বয়ং বলেন: "যদি কেউ আমার অন্তরকে দু টুকরো করে তবে একটুকরোতে لَآ اِلٰهَ اِلَّا الله এবং অন্য টুকারাতে مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ الله লিখা পাবে।[১]

হাবিবে খোদা কা নাজারা করোঁ যে, দিল ও জান উন পর নিসারা করোঁ মে।
খোদা এক পর হো তো এক পর মুহাম্মদ, আগর কলব আপনা দু' পারাহ করোঁ মে।
খোদারা! আব আও কেহ দম হে লবো পর, দমে ওয়াপেছি তো নাযারা করোঁ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তো নিজের ব্যক্তিগত সত্তার জন্যতো সব কিছু সহ্য করতে পারতেন। কিন্তু রহমতে কাওনাইন, নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শানে সামান্যতম বে-আদবী ও অভদ্রতা সহ্য করতে পারতেন না।

---

[১] (সাওয়ানেহে ইমাম, আহমদ রযা, ৯৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

এই কারনেই সামনে অভদ্রদের ইবারত দেখলেই তাঁর চোখে দিয়ে অশ্রু ঝরতে শুরু করতো মুস্তফার দুশমনদের ষড়যন্ত্রগুলোর মুখোশ উম্মোচন করাতে কারো ভৎসনা বা তিরস্কারকে তিনি আমলে নিতেন না। তিনি প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান ও মহত্বের ঝর্ণা করতেই ব্যস্ত থাকতেন। এমনকি সারা জীবন বে-আদব ও অভদ্রদের পক্ষ থেকে প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান ও মহত্বের উপর হওয়া হামলার কঠোর ভাবে প্রতিরোধ করতে থাকেন। আর তারা রাগে জ্বলে পুড়ে তাকেই মন্দ বলা এবং লিখা শুরু করতো। যেমন, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে: اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমি নিজের উপর আসা হামলা এবং সমালোচনা মুলক হামলার দিকে মনোযোগ দিবোনা। হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষথেকে আমাকে এই খেদমত সমর্পন করা হয়েছে যে, "হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানকে রক্ষা করো, না নিজের।" আমি তো খুশি যে যতক্ষণ তারা আমাকে গালি দেয়, খারাপ বলে এবং আমার প্রতি অপবাদ লেপন করে, ততক্ষন পর্যন্ত হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে মন্দ কথা এবং দোষক্রটি খোজা থেকে বিরত থাকবে। আমার শান্তনা এতে যে, আমার এবং আমার বাপ-দাদার মান ও সম্মান আমার হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানের সামনে ঢাল হিসেবে থাকবে।[১] আরেক জায়গায় বলেন: "যাকেই **আল্লাহ্ তাআলা** এবং তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে সামান্য তম ও মানহানি করতে পাও, যদিও সে তোমার যতই প্রিয় হোক না কেন, শীঘ্রই তার থেকে পৃথক হয়ে যাও, যাকেই বারগাহে রিসালাতের একটুও অভদ্রতা করতে দেখ, যদিও যে যতবড়ই মহান বুজুর্গ হোক না কেন, তাকে নিজেদের মধ্য থেকে দুধের মাছির মতো বের করে ফেলে দাও।[২]

ওয়াহি ধুম উন কি হে مَاشَآءَالله, মিট গেয়ী আ'প মিটানে ওয়ালে।
খলক তু কিয়া কেহ হে খালিক কো আযিয, কুছ আজব বা'তে হে বানে ওয়ালে।
কিঁউ রযা আজ গলি সো'নি হে, উট মেরে ধুম মাচানে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

---

[১] (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৫ পৃষ্ঠা)
[২] (তালিমাতে ইমাম আহমদ রযা বেরলভী, ৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

কুমন্ত্রণাঃ

এই সত্যতাকে অস্বীকার করার তো কোন সুযোগই নেই যে, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ প্রকৃত পক্ষেই একজন মহান আশিকে রাসূল ছিলেন। আর তাঁর ব্যক্তিত্বে অসংখ্য গুনের সমাহার ছিলো। কিন্তু তাঁর লিখাগুলো পড়ে বা শুনার পর অনেক সময় মনের মধ্যে এই কুমন্ত্রনা এসে যায় যে, তাঁর চরিত্রে স্বভাবগত ভাবে কঠোরতার বিষয়টি প্রধান্য বিস্তার করতো, অথচ একজন আশিকে রাসূল এবং ওলীয়ে কামিলকে অত্যন্ত নম্র ও সহনশীল মেজাজের অভ্যস্ত হওয়া চাই।

কুমন্ত্রণার চিকিৎসাঃ

এটা অবশ্যই একটি শয়তানী কুমন্ত্রনা, কেননা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর চরিত্র এবং আচরন সম্পর্কে কয়েকবার একাধারে পাঠকারী এই সত্যতা সম্পর্কে জানতে পারে যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অত্যন্ত নরম প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন। অবশ্য **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর রাসূল এর শানে বে-আদবী এবং শরয়ী আহকামের বিরোধীতা কারীদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। কিন্তু তার পরও তাঁর কঠোরতা অযথা এবং অনুপযোগী হতোনা বরং অত্যন্ত সাবধানতা এবং অতিশয় গাম্ভীর্যপূর্ণ হতো। অবশ্যই তিনি বদ মাযহাবীদের কুরুচিপূর্ণ লিখার বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোরতর অবস্থান নিয়েছিলেন এবং তাদের সাথে সামান্যতম নম্রতা প্রদর্শন করেননি। তবে কখনো শিষ্টতা ও শালীনতার পথ ছাড়েন নি। একারনেই নকী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং আউলিয়ায়ে ইজাম رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى দের প্রতি শত্রুতা এবং বিদ্বেষ পোষনের কারণে কুফর ও গোমরাহীর অতলগভীরে ডুবে থাকা অনেকেই তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর রচনার বরকতে নিজের মন্দ আক্বীদা থেকে তাওবা করে সত্যিকার আশিকে রাসূল হয়ে গিয়ে ছিল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সারা জীবন এই পথই অবলম্বন করেছেন। যা সাহাবায়ে কিরামগণরাই عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان অবলম্বন করতেন যে এই মহামহিম ব্যক্তিরাও সাধারণ মুমিনের সাথে অত্যন্ত মায়া ও মমতাবান ছিলেন কিন্তু **আল্লাহ্ তাআলা** এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শত্রুদর প্রতি তাঁদের তলোয়ার সর্বদা খাপের বাইরেই থাকতো।

www.dawateislami.net

মুহাম্মদ কি মুহাব্বত দ্বীনে হক কি শরথে আওয়াল হে,
ইছি মে হো আগর খামী তো সব কুছ না মুকাম্মাল হে।

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর রচনা সামগ্রী এবং তাঁর বাণী সমূহের যদি ন্যায়নিষ্ঠ ভাবে পর্যালোচনা করা হয় তবে সত্যতা উদঘাটন হয়ে যাবে যে, বদ মাযহাবীদের বিরুদ্ধে কঠোরতার সাথে রদ করাতে কখনোই তাঁর নিজস্ব কোন লাভ ছিলো না বরং শুধুমাত্র **আল্লাহ্ তাআলা** এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসাই তাঁকে এরূপ আচরণে উদ্ধদ্ধ করতো। অথচ সত্যতা তো এটাই যে, তিনি কখনো নিজের জন্য কারো কাছে প্রতিশোধ নেননি এবং এটাই হচ্ছে এক মুমিনের কামিল ঈমানের নিদর্শন। হাদীসে পাকে রয়েছে: "مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি **আল্লাহ্ তাআলা**র জন্য ভালবাসলো এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র জন্যই বিদ্বেষ পোষন করল এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র জন্যই কাউকে কিছু দিলো এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র জন্যই কাউকে কিছু দেয়া থেকে বিরত থাকল, তবে নিঃসন্দেহে সে তার ঈমান পরিপূর্ণ করলো।"[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রকৃত পক্ষেই আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কঠোরতা ও নম্রতা সব কিছুই **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির জন্যই ছিলো। **আল্লাহ্ তাআলা** এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শত্রুরা ছাড়া অন্যান্যদের সাথে তিনি না শুধু নিজেই নম্রতা প্রদর্শন করতেন বরং বিভিন্ন সময় তিনি অন্যান্যদের ও নম্রতা প্রদর্শনের প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। যেমন: আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর পরিবার বর্গদের নসিহতের মাদানী ফুল দিতে গিয়ে বলেন: নম্রতার যে উপকারীতা তা কঠোরতা দ্বারা কখনো অর্জন করা যায় না। সুতরাং যে সব লোকেরা আক্বীদার বিষয়ে কিংকর্তব্যবিমুড় এবং সন্দেহ ও সংশয়ের শিকার হয়, তাদের সাথে নম্রতা প্রদর্শন করুন যেন তারা সঠিক পথে চলে আসে।[২]

---

[১] (আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু আদদলীল আলা বেয়াদাতিল ঈমান, ৪/২৯০, হাদীস- ৪৬৮১)
[২] (ইমাম আহমদ রযা আউর ইশকে মুস্তফা, ২৭৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

ঢালদি কুলবো মে আযমতে মুস্তফা, হিকমতে আ'লা হযরত পে লাখো সালাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সৌভাগ্যবান সৈয়দ বংশীয়দের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেহেতু একজন সত্যিকার আশিকের কাছে মাহবুবের সাথে সম্পর্ক যুক্ত সকল বস্তুই ভক্তি ও ভালবাসা এবং ইজ্জত ও সম্মানের পাত্র হয়। তাই আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ও প্রিয় আক্বা, মক্কা মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্ক যুক্ত সকল বস্তুর প্রতি ভালবাসার সাথে সাথে সৈয়দ জাদাদের প্রতি বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা রাখতেন। যেমন, মালিকুল ওলামা, হযরত আল্লামা মাওলানা জাফরুদ্দীন কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: সৈয়দ বংশীয়রা রাসূলের صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অংশের নূরানী শরীরের টুকরো হওয়ার কারণে সব চেয়ে বেশী শ্রদ্ধা এবং সম্মানের অধিকারী। আর এতে সম্পূর্ন রূপে আমলকারী হিসাবে আমি আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কেই পেয়েছি। এই জন্য যে, কোন সৈয়দ সাহেবকে তিনি তাঁর সাথে পরিচয় বা উপযুক্ত তাঁর অনুপাতে দেখতেন না বরং এই মযার্দায় দেখতেন যে তিনি সরকারে দো আলম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই অংশ। অতঃপর এই ভক্তি ও শ্রদ্ধার পরেই আর যা কিছু তাদের সৈয়দ বংশীয় সম্মান ও মর্যাদা করা যায় সব সঠিক এবং উপযোগী। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর ক্বসীদায়ে নূরের মধ্যে আরয করেন:

তেরে নস্‌লে পাক মেহে বাচ্চা বাচ্চা নূরকা
তুহে আইনে নূর তেরা সব ঘরানা নূর কা।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আসুন! সৌভাগ্যবান সৈয়দ বংশীয়দের প্রেম ও ভালবাসায় ভরা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দু'টি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনি যেন আমাদের অন্তরেও সৌভাগ্যবান সৈয়দ বংশীয়দের ভালবাসা ও মুহাব্বতের উৎসাহ জাগ্রত হয়।

---

[১] (হায়াতে আ'লা হযরত, ১/১৭৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

নাম উচ্চারণকারীর সংশোধন করলেন

মালিকুল উলামা, হযরত আল্লামা মাওলানা জাফরুদ্দীন কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেনঃ হযরত মাওলানা নূর মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এবং হযরত মাওলানা সায়্যিদ কানা আত আলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই দু'জনই আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বরকতময় সংস্পর্শে থেকে ইলমে দ্বীন অর্জন করতেন। একবার মাওলানা নূর মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সৈয়দ সাহেবের নাম নিয়ে এভাবে ডাকলেন: কানা আত আলী, কানা আত আলী! যখন হজুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিকে সাদিক, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কানে এই শব্দ পৌছঁলো তখন তিনি সহ্য করতে পারলেন না যে, খান্দানে রাসুলের শাহাদাতকে এভাবে নাম ধরে ডাকা হোক। তখনই মাওলানা নূর মুহাম্মদ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে ডাকালেন এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করে বললেন: সৈয়দ জাদাদের কি এভাবে ডাকে? কখনো কি আমাকেও এই ভাবে ডাকতে শুনেছেন? (অর্থাৎ আমি তো ওস্তাদ হয়েও এভাবে কখনো ডাকিনি) এটা শুনে মাওলানা নূর মুহাম্মদ সাহেব অতিশয় লজ্জিত হলেন এবং লজ্জায় দৃষ্টি ঝুকিয়ে নিলেন। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: যান! ভবিষ্যতে এর খেয়াল রাখবেন।[১]

তেরে নসলে পাক মে হে বাচ্চা নূর কা, তুহে আইনে নূর তেরা সব ঘরানা নূর কা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সৈয়দ জাদার অকল্পনীয় সম্মান

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা, মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সর্বপ্রথম রিসালা "ইমাম আহমদ রযার জীবনী"তে লিখেন: মাদীনাতুল মুর্শিদ বেরেলী শরীফের এক মহল্লায় আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে দা'ওয়াত দেয়া হল।

---

[১] (হায়াতে আ'লা হযরত, ১/১৮৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

দাওয়াত দাতা মুরীদগণ তাঁকে আনার জন্য পালকির ব্যবস্থা করলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ পালকিতে আরোহণ করলেন আর চারজন পালকি বহনকারী কাঁধে নিয়ে যাত্রা শুরু করল। কিছু দূর যেতে না যেতেই ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হঠাৎ পালকির ভিতর থেকে আওয়াজ দিলেন: "পালকি নামাও।" পালকি নামান হলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দ্রুত পালকি থেকে বাইরে নেমে এলেন। আবেগময় স্বরে পালকি বহনকারীদের উদ্দেশ্যে বললেন: "সত্য করে বলুন, আপনাদের মধ্যে সায়্যিদজাদা কে? কারণ, আমি আমার ঈমানের অনুভূতি শক্তিতে তাজেদারে মদীনা, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুগন্ধ পাচ্ছি।" এক পালকি বাহক সামনে অগ্রসর হয়ে আরয করল, "হুজুর! আমি সায়্যিদ।" তখনও তাঁর কথা শেষ হয়নি, ইসলামী জগতের মহা সম্মানিত ইমাম, আপন যুগের মহান মুজাদ্দিদ নিজ আমামা (পাগড়ি) শরীফ ঐ সায়্যিদজাদার কদমের উপর রেখে দিলেন। ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর চোখ মুবারক হতে টপটপ করে অশ্রু ঝরছিল আর হাত জোড় করে আরয করছিলেন: "সম্মানিত শাহাজাদা! আমার অপরাধ মাফ করে দিন। অজানা বশতঃ আমার ভুল হয়ে গেছে। হায়, আফসোস! একি ঘটল? যাঁর পবিত্র জুতা মোবারকে আমার সম্মানের মুকুট হওয়া উচিত, তাঁরই কাধে আমি আরোহী হয়ে গেলাম। যদি কিয়ামতের দিন তাজদারে রিসালাত, নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে জিজ্ঞাসা করেন: হে আহমদ রযা! আমার বংশের সন্তানের নরম কাঁধ কি এজন্যই ছিল যে, তা তোমার আরোহণের বোঝা বহণ করবে? তখন আমি কি উত্তর দিব! তখন হাশরের ময়দানে আমার ইশ্‌কের কতই না অবমাননা হবে?" কয়েকবার শাহজাদার মুখে ক্ষমার স্বীকারোক্তি নেয়ার পর ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ শেষ এই অনুরোধটুকু জানালেন: "সম্মানিত শাহজাদা! এ অজানা বশতঃ হয়ে যাওয়া ভুলের কাফ্‌ফারা তখনই পরিশোধ হবে যখন আপনি পালকিতে উঠে বসবেন আর আমি আমার কাঁধে পালকিটি বহন করব।" এ অনুরোধ শুনে উপস্থিত লোকজনের চোখ থেকে পানি ঝরতে লাগল। কারো কারোতো কান্নার আওয়াজও শোনা গেল। হাজারো অস্বীকৃতির পরও শেষ পর্যন্ত শাহজাদাকে পালকিতে আরোহণ করতেই হল। এ দৃশ্যটি কতই হৃদয় বিদারক।

www.dawateislami.net

আহলে সুন্নাতের মহা সম্মানিত ইমাম মজুরের কাতারে শামিল হয়ে আপন খোদা প্রদত্ত জ্ঞান ও বিশ্বব্যাপী সুখ্যাতির সম্পূর্ণ সম্মানকে **আল্লাহ্‌র মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জনার্থে অপরিচিত অখ্যাত কুলী শাহাজাদার কদমে উৎসর্গ করছেন।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ! আপনারা দেখলেন তো! আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সত্যিকার ইশ্‌কে রাসূলের সদকায় একটি বিশেষ সুগন্ধির মাধ্যমে জানা হয়ে গেল, পালকি কাঁধে নেয়া পালকি আরোহীদের মধ্যে কোন সৈয়দ জাদাও রয়েছে। অতঃপর সেখানে উপস্থিত অসংখ্যা লোকেরাও নিজের চোখেই ইশ্‌কের এই অদ্ভুদ আচরণ দেখলেন যে, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ পদমর্যাদা এতই উচ্চ যে, আরব ও অনাবরের নামী দামী ওলামায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى তাঁর কাছে বাইয়াত গ্রহণের মর্যাদা লাভ করেন তাঁর সংস্পর্শকে নিজের জন্য গর্বের বিষয় মনে করতেন। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁকে সময়ের মুজাদ্দিদ, ওলীয়ে কামিল এবং আশিকে রাসূল হওয়ার সাক্ষ্য দেন। যিনি প্রায় পঞ্চাশ (৫০) টি বিষয়ের জ্ঞান ও হিকমতের স্বয়ং সম্পূর্ণ পারদর্শিতা অর্জন করে ছিলেন। যিনি শাব্দিক, অর্থ গত, আদব এবং জ্ঞানের উৎকর্ষতায় পূর্ণ আল্লাহর সত্তাগত, মুস্তফার মহানত্ব এবং সম্মানিত ব্যক্তিত্বের আদব ও সম্মানের রক্ষার কুরআনের অনুবাদ **"কানযুন ঈমান"** লিখেন। ছয় হাজার আট শত সাত চল্লিশটি (৬৮ ৪৭) প্রশ্ন ও উত্তর সম্বলিত এবং দু'শত ছয় (২০৬) টি রিসালা দ্বারা সজ্জিত ত্রিশ (৩০) খন্ডে পরিবেষ্টিত একুশ হাজার ছয়শত ছাপ্পান্ন (২১,৬৫৬) পৃষ্ঠা সম্বালিত ফতোওয়ায়ে বযবীয়া যার জ্ঞানের পরিধি ও মর্যাদার প্রমাণ স্বরূপ। যার জ্ঞানে বিস্তৃতী এবং বাকপটুতা ও বাকচুর্যতার চারিদিকে আলোচনা চলে, যিনি হারামাইন শরীফাইনে দুই (২) দিনের সংক্ষিপ্ত সময়ে এবং তাও অসুস্থ অবস্থায় আদ দৌলাতুল মাক্কীয়্যাহ মত দলীল সমৃদ্ধ রিসালা আরবী ভাষায় লিখে,

---

[১] (আনওয়ারে রযা, ৪১৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

মাহবুবে করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইলমে গাইবের (অদৃশ্যের জ্ঞান) প্রমাণের পক্ষ্যে দলিলের ভান্ডার করে দিলেন এবং রাসুলের শত্রুদের দাঁত ভেঙ্গে দিলেন। তাছাড়া ও ওলামায়ে হারামাইনদের থেকে প্রসংশা মুলক জয়ধ্বনী অর্জন করেন। আজ সেই ইমামে ইশ্ক ও মুহাব্বত বিনয় ও নম্রতার মূর্তপ্রতিক হলেন। প্রকাশ্যে এক সৈয়্যদ জাদার সামনে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা ভিক্ষা করছেন এবং নিজে পালকীতে বসার পরিবতে সৈয়দ জাদাকে পালকীতে বসিয়ে পালকীর বোঝা নিজের কাঁধে উঠিয়ে নিচ্ছেন। এছাড়াও আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এই আচরণ থেকে এই মাদানী ফুল শিক্ষাগ্রহন করা যায় যে, সৌভাগ্যবান সৈয়দ বংশীয়দের নাম ধরে ডাকা আদব বহিভূত একারনেই আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ও সৌভাগ্যবান সৈয়দ বংশীয়দের নাম ধরে ডাকাকে বে আদবী বলে উল্লেখ করেন এমনকি তাঁর পরিবারের কেউ যদি এই ধরনের অসর্তকতা মুলক কাজ করে বসে তবে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন এবং ভবিষ্যতে সৌভাগ্যবান সৈয়দ বংশীয়দের আদব ও সম্মান করার শিক্ষা দিতেন।

চিন্তা করুন! যিনি সৌভাগ্যবান সৈয়দ বংশীয়দের ভক্তি ও ভালবাসা এবং সম্মানের এতই মনোযোগী, তবে তাঁর সৈয়্যদদের আক্বায়ে নামদার, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি কিরূপ ভালবাসা হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন কেউ কারো প্রেমে (মুহাব্বতে) পড়ে যায় তবে প্রেমিক তার মনের কথা প্রকাশ করা এবং মাহবুরের প্রশংসা ও সৌন্দর্য্য বর্ণনা করার জন্য অনেক সময় কবিতার সাহায্য নিয়ে থাকে। কেননা কবিতার মাধ্যমে নিজের মনের ভাবকে অত্যন্ত ভালভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে। তাই আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ও নিজের প্রেম ও ভালবাসাকে প্রকাশ করার জন্য নাত ও শায়েরীব পথ অবলম্বন করেন। যেমন- ভালবাসা ও আনন্দ বিহবলতায় ডুবে লিখা কালামের সমন্বয় **"হাদায়িকে বখশিশ"** তাঁর শায়েরীর এক মহৎ কর্ম। তাঁর কলমের কলি দিয়ে বের হওয়া এক একটি কলি শরীয়ত মোতাবেক।

www.dawateislami.net

সাধারণ ভাবে তাঁর এই সংকলনের প্রায় প্রত্যেকটি কালাম প্রসিদ্ধি লাভ করে তবে বিশেষ করে সালামের কলিগুলো (অর্থাৎ মুস্তফা জানে রহমত পে লাখো সালাম, শময়ে বজমে হেদায়াত পে লাখো সালাম) কে **আল্লাহ্ তাআলা** যে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন তা নিজেই নিজের উদাহরণ। এই কারণে, হাদায়িকে বখশিশ এবং সালামে কালাম এর সৌন্দর্যের উপর বিভিন্ন বিষয়ে কিতাব ও রিসালা লিখার ধারাবাহিকতা আজ চলমান। যুবক-বৃদ্ধ বণিতা এবং ছেলে-মেয়ে সবাই মাহফিল ইত্যাদিতে এই কালামটি আশিকে রাসূলরা আন্দোলিত হয়ে পড়ে এবং তাদের উপর এক আশ্চার্য ভাবাবেগ বিরাজ করে।

আল হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই কালামে আক্বা ও মাওলা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অন্যান্য ফযীলত ও উৎকর্ষতার সাথে সাথে, প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিভিন্ন অঙ্গ মুবাবকের মহত্ব ও মর্যাদাও অতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন রোদে এবং চাঁদের আলোর হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শরীর মুবারকের ছায়া ছিলো না। তাঁর নবুয়তের মুকুটের এমন শান ছিলো যে, বড় বড় সম্রাটরাও রিসালাতের দরবারে মাথা ঝুঁকিয়ে দিতেন। তাঁর মোবারক শ্রবণ শক্তি এমন যে, বহু দুরের আওয়াজও শুনে নিতেন। মুবারক চক্ষুদ্বর লজ্জায় ঝুঁকে থাকত। মুবারক জবান এমন ছিল যে, যা বলে দিতেন, তা হতো। তাঁর হুকুমত উভয় জানানেই প্রজোয্য ছিল। তাঁর দরবারে কোন দুঃখী বা পেরেশান গ্রস্থ উপস্থিত হলে তাঁর নূরানী চেহারার মুচকি হাসি দেখে সকল দুঃখই ভুলে যেত। তাঁর মুবারক গলা থেকে দুধ এবং মধুর মতো মিষ্ঠ সুন্দর আওয়াজ বের হতো। তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অল্প তুষ্ঠি এবং অনড়ম্বর অবস্থা এমন ছিলো যে, পুরো জগতের মালিক হওয়া সত্বেও অত্যন্ত সাধারণ খাবার খেতেন আসুন এই বিষয়ে সালামের পংক্তি শ্রবণ করি এভং ইশ্ক ও মুহাব্বতে আন্দোলিত হই।

কদ্দে বে ছায়া কে ছারা মরহমত, যিল্লে মামদুদে ক'ফাত পে লাখো সালাম।
জিস কে আগে সারে সরওয়ারা খাম রাহে, উছ সারে তাজে রিফআত পে লাখো সালাম।
লাইলাতুল ক্বদর মে মতলাইল ফজর হক, মাংগ কি ইন্তিকামত পে লাখো সারাম।
দুর ও নজদিক কে সুন্নে ওয়ালে ওহ কান, কানে লা আলে কারামত পে লাখো সালাম।

www.dawateislami.net

জিন কে সিজদে কো মেহরাবে কা'বা ঝুঁকে, উন ভায়ো কি লাতা ফাত পে লাখো সালাম।
নিচি আঁখো কি শরম ও হায়া পর দরুদ, উচি বিনি কি রিফআত পে লাখো সালাম।
ওহ যবান জিস কো সব কুল কি কুঞ্জি কাহি, উচ কি নাফিজে হুকুমত পে লাখো সালাম।
জিচ কি তাসকীন ছে রোতে হুয়ে হাঁস পড়ে, উচ তাবাচ্ছুম কি আদত পে লাখো সালাম।
জিস মে নেহরে হে শের ও শাকার কি রাওয়া, উচ গলে কি নাছারাত পে লাখো সালাম।
হাজার আসওয়াদে কাবা জান ও দিল, ইয়ানি মুহরে নবুয়ত পে লাখো সালাম।
কুল জাহা মিলক অউর হো কি রুটি গিজা, উছ শিকাম কি কানা আত পে লাখো সালাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

এই খানে এই বিষয়টিও মনের মধ্যে গেঁথে রাখুন যে, নাতের পংক্তি রচনা করা সবার জন্য সহজ সাধ্য নয়। না সকলের জন্য এর অনুমতি রয়েছে। নাতের পংক্তি লিখার জন্য কবিতা শাস্ত্রের মূলনীতির পাশাপাশি ইলমে দ্বীনের গভীরতা এভং ওলামায়ে দ্বীনে সংস্পর্শ ইত্যাদি বহু বিষয়াদি প্রয়োজন। এমন অনেক দুনিয়ার কবি, যাদের দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি নেই। কিন্তু তারা যখন নাতের লাইনে ভাগ্য ফলতো নামে তখন ইলমে দ্বীনের অভাব এবং ওলামায়ে দ্বীনের সংস্পর্শের অভাব জনিত কারণে অনেক বাধার সম্মুখীন হচ্ছে, **আল্লাহ্ তাআলা** হিফাযত করুন! যাহোক নিরাপত্তা এতেই যে, সাধারন লোক নাত শরীফ লিখার ইচ্ছা ত্যাগ করুন কেননা এটা সহজ কাজ নয়।

কুরবান হয়ে যান! আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه সর্বোচ্চ সতকর্তার উপর। যে নাত লিখার সর্বাধিক উপযুক্ত এবং কবিতা শাস্ত্রের মূলনীতির উপর আধিক্য থাকার পরও যিনি নাত শরীফ লিখাকে একটি কঠিন কাজ বলতেন। সুতরাং নিজেই বলতেনঃ সত্য বলতে নাত শরীফ লিখা অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ, যা লোকেরা সহজ মনে করে এতে তলোয়ারের ধারের উপর চলতে হয়।[১]

শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর লিখিত কিতাব "কুফরিয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব" এর ২৩২ পৃষ্ঠার নাতের শায়েরী নাত লিখার ব্যাপারে বলেন:

[১] (মলফুযাতে আ'লা হযরত, ২২৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

এটা সুন্নাতে সাহাবা عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان অর্থাৎ অনেক সাহাবা যেমন- হাস্‌সান বিন সাবিত رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এবং হযরত সায়্যিদুন যায়েদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ নাতের পংক্তি লিখার প্রমাণ রয়েছে এই জন্য আমাদের মনে রাখা উচিৎ যে, নাত শরীফ লিখা অত্যন্ত কঠিন একটা বিষয়। এরজন্য উপযুক্ত জ্ঞানের অধিকারী আলিমের দ্বীন হওয়া দরকার। আর আলিম না হওয়া অবস্থায় শব্দ বিন্যাস, ছন্দ এবং নাতের লাইন ইত্যাদি মিলাতে গিয়ে শানও মর্যাদার পরিপন্থী শব্দ চলে আসার অনেক সম্ভাবনা বয়ে যায়। সাধারণ শায়েরীর নাত লিখার আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়। সাধারণ শায়েরীর নাত লিখার আকাঙ্ক্ষা করা আশানীয় যে, প্রবন্ধের তুলনার কবিতার কুফরিয়াত সংঘঠিত হওয়া সম্ভাবনাই বেশী। যদিও শরয়ী ভুল থেকে বেঁচে যায় তবুও অহেতুকত শব্দাবলী থেকে বাঁচার মনোযোগ অনেক কম লোকেরই হয়ে থাকে। জ্বী, হ্যাঁ ! আজ কাল সাধারণ কথাবার্তার যেভাবে অহেতুক বাক্যের ব্যবহার পাওয়া যায়।[১] ঠিক সেভাবেই বয়ান এবং নাতেও হয়ে থাকে অথচ আদবের চাহিদাতো এটিই যে, কাব্য প্রতিভা নাই এমন লোকেরা নাত লিখার বাসনা চেপে রাখবেন না, এতেই উভয় জাহানের মঙ্গল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যতদিন জীবিত ছিলেন, ইশ্‌কে রাসুলের সদকায় বারগাহে মুস্তফা থেকে অর্জিত আলোর জ্যোতি এবং মাহাত্ম দ্বারা নিজেও উপকৃত হতে থাকেন এবং খোদার সৃষ্টিকেও উপকৃত করতে থাকেন। তা ছাড়াও রহমতে আলম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দানের ধারাবাহিকতা না শুধু তাঁর জীবিত বাহার সীমাবদ্ধ ছিলো বরং ওফাতের পরও তাঁর উপর রহমত এবং সন্তুষ্টির বর্ষন হতে থাকে। যেমন-

দরবারে রিসালাতে অপেক্ষ্যমান

২৫শে সফর ১৩৪০ হিজরীতে বায়তুল মুকাদ্দাসে একজন সিরীয় বুজুর্গ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ স্বপ্নে নিজেকে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত দেখতে পেলেন।

---

[১] (কুফরিয়া কালেমাতকে বারে যে সাওয়াল জওয়াব, ২৩২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

তিনি সমস্ত সাহাবায়ে কিরামদেরকেও عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত দেখতে পেলেন। মজলিশে কারও কোন সাড়া শব্দ নেই, সকলেই নিরব নিস্তব্ধ ছিল। মনে হল সবাই যেন কারো আগমণের অপেক্ষায় আছেন। সিরীয় বুজুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বিনীতভাবে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন: **"হে আল্লাহর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত হোক। আমাকে একটু বলুন: "কার অপেক্ষা করা হচ্ছে?" **রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমরা আহমদ রযার জন্য অপেক্ষা করছি।" সিরীয় বুজুর্গ আরয করলেন: "হুজুর! আহমদ রযা কে?" **প্রিয় রাসূল, রাসূলে মকবুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তিনি হলেন হিন্দুস্থানের বেরেলীর অধিবাসী।" ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর সে সিরীয় বুজুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মাওলানা আহমদ রযার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খোঁজে হিন্দুস্থানের দিকে রাওয়ানা হয়ে গেলেন। যখন তিনি বেরেলী শরীফ পৌঁছলেন, তখন তিনি জানতে পারলেন, সেদিনই (অর্থাৎ ২৫ শে সফর, ১৩৪০ হিজরী) সে সত্যিকার নবী প্রেমিক এ পৃথিবী ত্যাগ করে পরপারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। এটি ছিল ঐ দিন, যেদিন তিনি স্বপ্নে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছেন: "আমরা আহমদ রযার অপেক্ষায় আছি।"

ইয়া ইলাহী! জব রযা খাওয়াবে গিরা ছে ছর উঠায়ে
দৌলতে বেদার ইশ্‌কে মুস্তফা কা সাথ হো।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মলফুযাতে আ'লা হযরত কিতাবের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইমামে ইশ্‌ক ও মুহাব্বত আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ভালবাসা অন্তরে সৃষ্টি করার জন্য তাঁর ইশ্‌কে রাসুলের অংশীদার হওয়ার জন্য এবং তাঁর বানীসমুহ থেকে পথনির্দেশনা অর্জন করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব মুলফযাতে আ'লা হযরত এর অধ্যয়ন করা অত্যন্ত উপকারী।

---

[১] (ইমাম আহম রযার জীবনী, ২২-২৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

এই কিতাবটি শাহ্জাদায়ে আ'লা হযরত, হুযুর মুফতি আযম হিন্দ, মাওলানা মুস্তফা রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখিত ঐ কিতাব যাতে তিনি আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইল্ম ও প্রজ্ঞা এবং ইশ্কে রাসুলে ভরপুর বানী সমূহ জমা করেছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই কিতাবে শরিয়াতের আহকাম, তরিকতের আদব, নবী করিম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان দের করি নাত ও প্রসংশা, ইসলামী রাজাবাদশাহ্দের আলোচনা, জ্ঞানী ও গুনিদের মনে সৃষ্টি হওয়া ঝুটিলতার উত্তর হালাল ও হারামের প্রয়োজনীয়তা মাসয়ালা, বুযুর্গদের ঈমান তাজাকারী ঘটনা এবং এ ছাড়াও অনেক উপকারী জ্ঞানের ভান্ডার রয়েছে। সুতরাং আজই এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়া সহকারে সংগ্রহ করে নিজেও পড়ুন এবং অন্যদেরও এই কিতাব পড়ার উৎসাহ প্রদান করেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়ের সাইট **www.dawateislami.net**. থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড করতে পারবেন এবং প্রিন্ট আউট ও বের করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হাদায়িকে বখশিশ এর পরিচিতি

আ'লা হযরত, ইমাম আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ আহমদ রখা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর অসাধারণ কাব্যগ্রন্থ হাদায়িকে বখশিশ ওলীয়ে কামেল এভং ইমামে ইশ্ক ও মুহাব্বাতের কলমের কালি থেকে বের হওয়া প্রতিটি পংক্তি কুরআন ও হাদীসের সত্যিকার অনুবাদ এবং তাযীমে মুস্তফা, সাহাবা ও আহলে বাইত আর আওলীয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى মহত্বের সত্যিকার রক্ষক এবং তাদের ফয়েয ও বরকতের উত্তম ঝর্ণা ছিল। যেহেতু আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর উর্দু ছাড়া ও আরবী এবং ফার্সী ইত্যাদি ভাষারও নাত রচনা করেছেন। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর কাব্যগ্রন্থে নাতিয়া দেখার বাক পটুতা এবং অলংকরণের এভাবে প্রসারতা করেছেন যে, যুগের অনেক নামী দামী লিখক ও সাহিত্যিক হাদায়িকে বখশিশ অধ্যয়ন যখন করেন, তখন তারা আশ্চাযান্বিত হয়ে যান এবং তারা এর প্রশংসা না করে পারেন না।

www.dawateislami.net

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه হাদায়িকে বখশিশের প্রতি এতই উৎসাহ দেন। তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর বয়ান এবং মুযাকারায় প্রায় হাদায়িকে বখশিশ থেকে পংক্তি পাঠ করেন। বরং মুরিদদের ও আত্মীর স্বজনকে তা পড়ার এবং নিজের কাছে রাখার পরামর্শ দেন। মোকথা হাদায়িকে বখশিশ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ওই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন কাজ যার বদৌলতে আশিকে রাসূলে বুকে ইশ্‌কে রাসুলের প্রদীপ প্রজ্জালিত হয়। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদায়িকে বখশিশ সংগ্রহ করে পড়ুন আপনার ইশ্‌কে রাসূল বৃদ্ধি পাবে। اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনা প্রতিষ্ঠা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইশ্‌কে রাসুলের প্রদীপ নিজের অন্তরে প্রজ্জ্বলিত করতে এবং নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রায় ৯৭ টি বিভাগে নেকীর দাওয়াতে প্রসারের কাজে সদা ব্যস্ত। এর মধ্যে একটি মাকাতাবাতুল মদীনা ও রয়েছে। বর্তমান যুগে বার্তা পৌঁছানো এবং কিতাব ও রিসালার প্রকাশের ক্ষেত্রে নতুন নতুন ব্যবস্থা পদ্ধতির ব্যবহার অনেক গুণে বেড়ে গেছে। উচিৎ তো ছিলো এই নতুন নতুন ব্যবস্থা পদ্ধতি দ্বারা নেকীর দাওয়াত প্রচার ও প্রসার করে সাড়া জাগানো বা অন্যান্য জায়িয উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা। কিন্তু আফসোস! কিছু বাতিল শক্তি এই প্রচার ব্যবস্থাকে নিজেদের স্বার্থ ও সুযোগের হাতিয়ার বানিয়ে নেয়, যার সাহায্যে দিন রাত নিজেদের গোমরাহ আক্বিদা (বিশ্বাস) সংকলন ও প্রকাশ করে সহজ সরল মুসলমানদের সঠিক রাস্তা থেকে সড়াতে সদা ব্যস্ত। মোট কথা একদিকে বে-আমলীর বন্যা তার ধ্বংসাক্তকতা ছড়াচ্ছে আর অন্য দিকে বদ আক্বীদার ভয়ায়ক তুফান ভীতিপদ দৃশ্যের অবতারণা করছে। তাই শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগেও বদ আক্বীদার এই বন্যাকে প্রতিহত করার নিরলশ প্রচেষ্টা করে গেছেন এবং

www.dawateislami.net

অবশেষে তাঁর একান্ত চেষ্ঠার ফল স্বরূপ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ১৪০৬ হিজরী মোতাবেক ১৯৮৬ খৃষ্ঠাব্দে তাবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা মহা সমারোহে উদ্বোধন হয়ে গেল। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এই বিভাগ থেকে সর্ব প্রথম বয়ানের অডিও ক্যাসেট প্রকাশ করা হলো এবং পরে **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়া অনুগ্রহে এবং **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুনজরে এর সাফল্য অর্জিত হয়েছে যে অডিও ক্যাসেট দিয়ে কাজ শুরু করা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার অধীনে আজ বাবুল মদীনার নিজস্ব প্রেস এবং ভিসিডি মাকতার প্রতিষ্ঠিত। যার আনুষাঙ্গীক সকল কিছুই বর্তমান সময়ের চাহিদা অনুযায়ী বিন্যাস্ত। এই অল্প সময়ের ব্যবধানে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে যেখানে সুন্নাতে ভরা বয়ানও মাদানী মুযাকারার লাখো লাখ ক্যাসেট ও ভিসিডি দুনিয়া জুড়ে পৌঁছিয়ে এবং পৌছাচ্ছে। আর সেখানেই আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এবং অন্যান্য ওলামায়ে আহলে সুন্নাতদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى কিতাব ও প্রকাশ করে অত্যাধিক সংখ্যায় জনসাধারণের হাতে পৌছিয়ে সুন্নাতকে জীবিত করার প্রয়াস পাচ্ছে। **আল্লাহ্ তাআলা দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনা সহ সকল বিভাগকে দিন উন্নতি দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আল্লাহ্ করম এয়্যছা করে তুঝপে জাহাঁ মে,
এ্যয় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধুম মাচী হোঁ।

বয়ানের সারমর্ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!

* আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বুক, ইশ্কে, মুস্তফার ভান্ডার ছিলো তাঁর বানী সমূহ, ফতোওয়া এবং নাতের পংক্তি সমূহ থেকে ইশ্কে মুস্তফার ঝলক প্রকাশিত।
* তাঁর উপর হুজুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অত্যন্ত দয়া ও অনুগ্রহ ছিলো। এমনকি দ্বিতীয়বার সফরে মদানীয় সময় তাজেদারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে জাগ্রত অবস্থায় নিজের দীদারে সুধা পান করিয়েছিলেন।

www.dawateislami.net

* আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর আকীদার মারকায ছিলো মদীনাতুর রাসূর। এবং তিনি যানা ফির রাসূলের এমন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন যে, তিনি নিজেই বর্ণনা করেন: যদি আমার অন্তরকে দু'টুকরো করা হয়, তবে এক টুকরোতে لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللهُ আর অপর টুরোতে مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللهِ লিখা পাওয়া যাবে।
* তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ হুযুর صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নাম এবং হুযুর পুরনূর صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্কিত সকল কিছুরই অত্যন্ত আদব করতেন। তাছাড়া সৌভাগ্য বান সৈয়দ বংশীয়দের সাথে তো এমন ভাবে আদব ও সম্মান প্রদর্শন করতেন যে, যারা দেখে, তারাতো আশ্চার্য হয়েছে।
* তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কলমের মাধ্যমে, বয়ানের মাধ্যমে এবং আমলের মাধ্যমে সকল মাধ্যমেই শরীয়াতের পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনি নিজেও আসলাফে কিরামদের رَحِمَہُمُ اللهُ تَعَالٰی অনুসরণ করে চলেন এবং লোকদেরও তাঁদের দেখানো রাস্তার চলার দৃঢ় উৎসাহ দেন।
* তিনি শানে মুস্তফার ও সম্মানের সত্যিকারে রক্ষক ছিলেন। সাধারণ মুসলমদের জন্য অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের এবং বেয়াদব ও নবী বিদ্বেষীদের জন্য খোলা তরবারীর মতোই ছিলেন। সারা জীবন তিনি বদ দ্বীনের বিনাশ করা ও মূলোৎপাটনে সদা ব্যস্ত ছিলেন।
* কুরআনের অনুবাদ কানযুল ঈমান এবং কাব্যগ্রন্থ হাদায়িকে বখশিশ তার মনোরোম কর্ম, যা পড়ার বা শুনার সময় বুকের মাঝে ইশ্‌কে হাবীবে আন্দোলিত হয়ে উঠে। মোট কথা আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর ইশ্‌কে রাসূল আমাদের জন্য অনুসরণীয়।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের ও আ'লা হযরত এর প্রিয় হাবীব মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সত্যিকার ভালবাসা দান করুন।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

১২ মাদানী কাজের একটি মাদানী কাজ চৌক দরস

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ফয়েজ ও বরকতের অংশীদার হওয়ার জন্য আপনিও মাসলাকে আ'লা হযরতের অনুসারী তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্ব ব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে মাদানী ইন্‌আমাতের অনসারী এভং মাদানী কাফেলায় সফর করাকে আপনার সচরাচর কাজে রূপান্তরিত করুন। যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজে আগে বেড়ে অংশ গ্রহণ করুন। যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের ১টি মাদানী কাজ হচ্ছে চৌক দরস। মনে রাখবেন! দরস ও বয়ানের মাধ্যমে লোকদের নেকীর দাওয়াত দেওয়া এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করার অসংখ্য ফযীলত রয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা হযরত মুসা কলিমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর কাছে ওহী প্রেরণ করলেন যে, যে সৎ কাজের আদেশ দিবে, অসৎ কাজ থেকে বারণ করে এবং লোকদেরকে আমার আনুগত্য করার জন্য ডাকবে, সে কিরামতের দিন আমার আরশের ছায়ার থাকেবে।[১] হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং অসৎকাজে নিষেধ করা দ্বীনের মহান রোকন (অথ্যাৎ এমন গুরুত্বপূর্ণ অংশ যার সাথে দ্বীনের সকল কিছু সম্পর্কীত এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য **আল্লাহ্ তাআলা** নবী রাসূলদের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام নিযুক্ত করেছেন।[২] **আল্লাহ্** তা আলা আমাদের চৌক দরস দেয়া এবং শুনার সৌভাগ্য দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মাদানী বাহার

দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মাদীনার অনুষ্ঠিত রমযানের শেষ দশদিনের সুন্নাতে ভরা ইজাতিমায়ী ইতিকাফে অংশ গ্রহণ কারী এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হলো: আমি এক রাতে শুয়ার পর আমার ভাগ্য সু-প্রসন্ন হয়ে জেগে উঠলো اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ স্বপ্নে আমি ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিনে দ্বীনে মিল্লাত আলিমে শরীয়াত পীরে তরীকত হযরত আল্লামা মাওলানা আল হাজ্ব আল কারী শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দীদার লাভ করলাম।

---

[১] (হিলইয়াতুন আউলিয়া ৬/৩৬, সংখ্যা- ৭৭১৬)
[২] (ইহইয়াবুল উলুম, ২/৩৭)

www.dawateislami.net

আমি দেখলাম যে, তিনি নামায পড়াচ্ছেন। আর তার পেছনে সুন্দর সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট কিছু লোক নামায আদায় করছেন। যাদের মাথায় সবুজ পাগড়ী এবং সুন্নাত মোতাবেক সাদা পোষাক পরিহিত। অতঃপর আমার চোখ খুলে গেল। খোঁজ খবর নেওয়ার পর জানতে পারলাম, সবুজ পাগড়ী **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালাবাই পড়ে। আর তাদের আমীরে, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه অতঃপর আমার আমীরে আহলে সুন্নাতের دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা "ইমাম আহমদ রযার জীবনী" পাঠ করার সৌভাগ্য হলো। প্রথম থেকেই অন্তর প্রশান্ত ছিল। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসা দেখে আরো অবগত হলাম এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে আত্তারী হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এখন আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইজতিমায়ি ইতিকাফে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করছি এবং আমি সবুজ পাগড়ী পরিধান এবং সুন্নাত অনুযায়ী এক মুষ্টি দাঁড়ী রাখার নিয়্যত করছি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে (মূলত) আমাকে ভালবাসল আর যে আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মিস্ওয়াকের সুন্নাত ও আদব

✱ মিস্ওয়াক সহকারে দুই রাকাত নামায আদায় করা মিস্ওয়াক ছাড়া ৭০রাকাতের চেয়ে উত্তম। (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ১ম খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৮) ✱ মিস্ওয়াকের ব্যবহার নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও কেননা তাতে মুখের পরিচ্ছন্নতা এবং **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির মাধ্যম রয়েছে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস - ৫৮৬৯) ✱ **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত উর্দূ কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** এর প্রথম খন্ডের ২৮৮পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: মাশায়েখে কেরাম বলেন: "যে ব্যক্তি মিস্ওয়াকে অভ্যস্ত হয়, মৃত্যুর সময় তার কালেমা পাঠ করা নসীব হয় এবং যে আফিম (এক প্রকার নেশার বস্তু) খায়, মৃত্যুর সময় তার কালেমা নসীব হবেনা।" ✱ হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, মিস্ওয়াকে দশটি গুণাগুণ রয়েছে: মুখ পরিষ্কার করে, মাড়ি মজবুত করে, দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়, কফ দূর করে, মুখের দূর্গন্ধ দূর করে, সুন্নাতের অনুসরণ হয়, ফিরিশতারা খুশি হয়, **আল্লাহ্ তাআলা** সন্তুষ্ট হন, নেকী বৃদ্ধি করে, পাকস্থলী ঠিক রাখে। (জামউল জাওয়ামি' লিস্সুয়ুতী, ৫ম খন্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৪৮৬৭) ✱ হযরত সায়্যিদুনা আবদুল ওয়াহাব শারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: একবার হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ওযুর সময় মিস্ওয়াকের প্রয়োজন হয়। খুজে দেখা হল কিন্তু পাওয়া গেল না। এজন্য এক দীনারের (অর্থাৎ একটি স্বর্ণের মূদ্রা) বিনিময়ে মিস্ওয়াক কিনে ব্যবহার করলেন। কিছু লোক বলল: এটা তো আপনি অনেক বেশী খরচ করে ফেলেছেন! কেউ এত বেশী দাম দিয়ে কি মিস্ওয়াক নেয়? হযরত আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: নিঃসন্দেহে এই দুনিয়া এবং এর সমস্ত বস্তু **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট মশার ডানার সমপরিমাণও মূল্য রাখেনা। যদি কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তবে আমি কি জবাব দেব, "তুমি আমার **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত কেন ছেড়ে দিলে?" যে ধন সম্পদ আমি তোমাকে দিয়েছিলাম তার বাস্তবতা তো আমার কাছে মশার ডানার সমপরিমাণও ছিল না।

www.dawateislami.net

আর এ তুচ্ছ সম্পদ এই মহান সুন্নাতকে (মিস্ওয়াক) পালনের জন্য কেন খরচ করলেনা? (লাওয়াকিহুল আনওয়ার থেকে সংক্ষেপিত, ৩৮ পৃষ্ঠা) ✱ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: চারটি জিনিস আকল তথা জ্ঞান বৃদ্ধি করে: অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা, মিস্ওয়াকের ব্যবহার, নেক্কার লোকদের সংস্পর্শ এবং নিজের জ্ঞানের উপর আমল করা। ইহ্ইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা) ✱ মিস্ওয়াক পিলু, যয়তুন, নিম ইত্যাদি তিক্ত গাছের হওয়া চাই। ✱ মিস্ওয়াক যেন কনিষ্ঠা আঙ্গুলের সমান মোটা হয়। ✱ মিস্ওয়াক যেন এক বিঘত পরিমাণ থেকে বেশী লম্বা না হয়। বেশী লম্বা হলে সেটার উপর শয়তান আরোহণ করে। ✱ মিসওয়াকের আঁশ যেন নরম হয়, শক্ত আঁশ দাঁত এবং মাড়ির মধ্যে ফাঁক **(GAP)** সৃষ্টি করে। ✱ মিস্ওয়াক যদি তাজা হয় তবে খুব ভাল নতুবা কিছুক্ষণ পানির গ্লাসে ভিজিয়ে রেখে নরম করে নিন। ✱ মিস্ওয়াকের আঁশ প্রতিদিন কাটা উচিত, আশঁগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত ফলদায়ক থাকে, যতক্ষণ মিস্ওয়াকে তিক্ততা অবশিষ্ট থাকে। ✱ দাঁতের প্রস্থে মিস্ওয়াক করুন। ✱ যখনই মিস্ওয়াক করবেন কমপক্ষে তিনবার করুন। ✱ মিসওয়াক প্রত্যেকবার ধূয়ে নিন। ✱ মিস্ওয়াক ডান হতে এভাবে ধরুন যেন কনিষ্ঠা আঙ্গুল মিস্ওয়াকের নিচে এবং মধ্যবর্তী তিন আঙ্গুল উপরে থাকে, আর বৃদ্ধাঙ্গুল মাথায় থাকে। ✱ প্রথমে ডান দিকের উপরের দাঁত সমূহে মিস্ওয়াক করবেন, অতঃপর বাম দিকের উপরের দাঁত সমূহে, তারপর ডান দিকের নিচের দাঁত সমূহে, এরপর বাম দিকের নিচের দাঁত সমূহের উপর মিস্ওয়াক করবেন। ✱ মুষ্ঠি বেধেঁ মিসওয়াক করার কারণে অর্শ্বরোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ✱ মিস্ওয়াক ওযুর পূর্ববর্তী সুন্নাত। অবশ্য সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ ঐ সময় হবে যখন মুখে দুর্গন্ধ হয়। (ফাতোওয়ায়ে রযবীয়া থেকে সংকলিত, ১ম খন্ড, ৬২৩ পৃষ্ঠা) ✱ মিস্ওয়াক যখন ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যায়, তখন সেটাকে ফেলে দিবেন না; কেননা এটা সুন্নাত পালণের উপকরণ। সেটাকে কোন জায়গায় সতর্কভাবে রেখে দিন কিংবা দাফন করে ফেলুন, অথবা পাথর বা ভারী জিনিস দিয়ে বেধেঁ সমুদ্রে ডুবিয়ে দিন।

www.dawateislami.net

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশেকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ
الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

www.dawateislami.net

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলেন তখন **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মাণিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন,

www.dawateislami.net

তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এটাই পড়ে থাকে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে,তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র,যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net